(খসড়া)

ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ আইন ২০২৩

ডিজিটাল বাণিজ্যের উত্তরোত্তর প্রসার ও শৃংখলা রক্ষার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা বিষয়ক আইন

যেহেতু, দেশের ডিজিটাল বাণিজ্য দ্রুত বিকাশমান এবং উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকল সেক্টরে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারের লক্ষ্যে ব্যবসা বাণিজ্যে চিন্তাধারার ব্যাপক রূপান্তর ঘটিতেছে; এবং

যেহেতু, অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃসীমান্ত ডিজিটাল বাণিজ্য পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ গঠন প্রয়োজন; এবং

যেহেতু, ডিজিটাল বাণিজ্যের উত্তরোত্তর বিকাশ, শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃসীমান্ত ডিজিটাল বাণিজ্য সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তি, অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন** - (১) এই আইন ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে;

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা** - বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(ক) "অনলাইন ক্রেতা বা গ্রাহক" অর্থ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি বা যাহারা কোন পণ্য বা সেবা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন বিক্রেতা বা মার্কেটপ্লেস এর সাথে ডিজিটাল/অনলাইন প্লাটফরমে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন।

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন গঠিত ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ বুঝাইবে।

(গ) "চুক্তি" অর্থ অনলাইন বিক্রেতা বা ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস কর্তৃক ঘোষিত শর্তাবলী অনুযায়ী পণ্য বা সেবা গ্রহনের জন্য পণ্য বা সেবা গ্রহীতা কর্তৃক ডিজিটাল মাধ্যমে প্রদানকৃত সম্মতি যাহা বিক্রেতা বা ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস এবং পণ্য ও সেবা গ্রহীতা উভয়ের জন্য আবশ্যিকভাবে পালনীয় হইবে।

(ঘ) "নির্বাহী চেয়ারম্যান" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে।

(ঙ) "ডাটা সেন্টার" অর্থ ডিজিটাল বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের নিমিত্তে স্থাপিত ডিজিটাল ডাটা সেন্টারকে বুঝাইবে।

(চ) "ডিজিটাল" অর্থ ডিজিট ভিত্তিক কার্য পদ্ধতি, এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইলেকট্রিক্যাল, ডিজিটাল ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল, বায়োমেট্রিক, ইলেকট্রোকেমিক্যাল, ইলেকট্রোমেকানিক্যাল, ওয়্যারলেস বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক টেকনোলজিসহ ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তিসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ছ) "ডিজিটাল বাণিজ্য" অর্থ যেকোন ডিজিটাল মাধ্যম যথা ইন্টারনেট, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, স্যাটেলাইট ও সেলুলার মোবাইল নেটওয়ার্ক ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া অনলাইনে পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় বুঝাইবে। এতদ্‌উদ্দেশ্যে, অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য বা সেবা প্রদর্শিত বা ঘোষিত হইতে হইবে এবং মূল্য পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে। তবে, নিম্নরুপ কার্যক্রম বা সেবা এই আইনের আওতায় ডিজিটাল বাণিজ্য হিসাবে গণ্য হইবে না:

(i) ব্যাংকিং বা আর্থিক সেবাসহ অন্যান্য সেবা ও কার্যক্রম, যাহা বলবৎ অন্য কোন আইন বা আইনের আওতায় প্রণীত বিধি, আদেশ বা নির্দেশিকার আওতায় পরিচালিত হয়।

(ii) মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং কার্যক্রম (নিয়ন্ত্রন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৪ নং আইন)-এর আওতায় পরিচালিত কার্যক্রম; এবং

(iii) অডিও ও ভিডিও সেবা, জুয়া, অনলাইন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ও অনলাইন সংবাদ এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নহে এরুপ অনলাইন কার্যক্রম।

(জ) "ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা অনলাইন বিক্রেতা" অর্থ অনালাইনে নিজস্ব ওয়েবসাইট বা অন্য কোন মার্কেটপ্লেসের ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ডিজিটাল মাধ্যমে এককভাবে বা যৌথভাবে পণ্য বা সেবা বিক্রয় করিবে বা বিক্রয় করিবার জন্য প্রদর্শন বা ঘোষণা দিবে এইরুপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(ঝ) "নিবন্ধন" অর্থ এই আইনের ১৪ ধারায় বর্ণিত নিবন্ধন বুঝাইবে।

(ঞ) "পণ্য" অর্থ বাংলাদেশে বলবৎ আইনের অধীন নিষিদ্ধ নহে এইরূপ যেকোন পণ্য।

(ট) "ব্যক্তি" অর্থ কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারি ফার্ম. সংস্থা, এবং আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট কোনো সত্ত্বা বা কৃত্রিম আইনগত স্বত্বাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঠ) "ডিজিটাল বাণিজ্য প্লাটফরম" অর্থ একটি সফটওয়্যার এপ্লিকেশন যা ব্যবহার করে অনলাইনে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা, বিপণন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্ম পরিচালনা করা হয়।

(ড) "ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস" অর্থ যে কোনো ডিজিটাল বাণিজ্য প্ল্যাটফর্ম যেখানে একাধিক প্রতিষ্ঠান পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় করে এবং এ উদ্দেশ্যে তথ্য আদান প্রদান করে।

(ঢ) "সরকার" অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে।

(ণ) "সেবা" অর্থ World Trade Organization-এর অধীন General Agreement on Trade in Services চুক্তিতে বর্ণিত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী যে-কোনো সেবা।

(ত) "ফার্ম" অর্থ The Partnership Act, 1932 উল্লেখিত ফার্মকে বুঝাইবে।

(থ) "কোম্পানী" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এ উল্লেখিত কোম্পানীকে বুঝাইবে।

(দ) "ওয়েবসাইট" অর্থ Information and Comunication Technology Act, 2006 (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন)-এ সঙ্জায়িত ওয়েবসাইট বুঝাইবে।

(ন) "কুরিয়ার সার্ভিস" অর্থ Post Office Act 1898 (Act 6 0f 1898) এর আওতায় প্রণীত মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা, ২০১৩ এ উল্লেখিত কুরিয়ার সার্ভিসকে বুঝাইবে।

(প) "পেমেন্ট গেটওয়ে" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত পেমেন্ট গেটওয়েকে বুঝাইবে।

(ফ) "এমএফএস" অর্থ বাংলাদেশ মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) রেগুলেশন্স, ২০২২ উল্লেখিত এমএফএসকে বুঝাইবে।

(ভ) "উপদেষ্টা পরিষদ" অর্থ ধারা ৯ এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদকে বুঝাইবে। এই আইনে পরবর্তীতে উল্লেখিত পরিষদ বলিতেও উপদেষ্টা পরিষদকে বুঝাইবে।

৩। **আইনের প্রয়োগ** - (১) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে;

(২) ডিজিটাল বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষাদির ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে এবং বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধাবলীর উপর প্রাধান্য পাইবে;

(৩) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হোক বা না হোক, বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করিয়া বাংলাদেশে ডিজিটাল বাণিজ্য পরিচালনা করিলে বা ডিজিটাল বাণিজ্য পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সংস্পৃক্ত হইলে এই আইনের বিধানাবলী তাহার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগযোগ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ

৪। **ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ গঠন, কার্যালয়, ইত্যাদি** - (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার ১ (এক) জন নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং ০৪ (চার) জন সদস্য সমন্বয়ে ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করিবে;

(২) ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে; তবে সরকার, প্রয়োজনে, ঢাকার বাহিরে দেশের যে কোনো স্থানে উহার এক বা একাধিক শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে;

(৩) নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলি এই আইনের আওতায় প্রনীত বিধি বা প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

(৪) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধি সাপেক্ষে ইহার স্থাবর বা অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার বা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে;

(৫) এই কর্তৃপক্ষ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

P-3

৫। নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ, ইত্যাদি - (১) নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকরির মেয়াদ ও শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(২) নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মচারী হইবেন এবং তাহারা এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কার্য-সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন;

(৩) নির্বাহী চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে নির্বাহী চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত নির্বাহী চেয়ারম্যান দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা নির্বাহী চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য অস্থায়ীভাবে চেয়ারম্যানের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

৬। ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষের জনবল - (১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় জনবল থাকিবে;

(২) কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে, বিধি বা প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তাধীনে, সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে;

(৩) কর্তৃপক্ষের জনবল এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধি দ্বারা নির্দেশিত কার্য-সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন;

(৪) সরকার কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে অন্য কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং সরকারি সংস্থা হইতে দক্ষ জনবল প্রেষণে নিয়োগ দিতে পারিবে।

৭। কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা অর্পন – নির্বাহী চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন। সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা বা দায়িত্ব ও কার্যাবলি অধস্তন কর্মচারীদের নিকট অর্পন করিতে পারিবে।

৮। ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী - (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ডিজিটাল বাণিজ্যের উত্তরোত্তর প্রসার ও শৃংখলা রক্ষা এবং উক্ত বাণিজ্য সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তি ও অপরাধ প্রতিরোধ করিবার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ প্রযোজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে;

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা:

(ক) ডিজিটাল বাণিজ্য পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) ডিজিটাল বাণিজ্য সেক্টরে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) ডিজিটাল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিকট গ্রাহক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ ও এতদ্‌সংক্রান্ত নিষ্পত্তির তথ্য ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষণ ও মনিটর করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) বাংলাদেশে প্রচলিত যে কোন আইন বা বিধির অধীন আরোপিত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কোন নিষিদ্ধ পণ্য ও সেবা ডিজিটাল প্লাটফরমে প্রদর্শন, ক্রয়, বিক্রয় ও সংরক্ষণ করা হয় কি-না, উহা তদারকি এবং তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) ঔষধসহ সকল পণ্য বাংলাদেশে প্রচলিত যে কোন আইন, বিধি, নির্দেশনাবলীর অধীন নির্দেশিত পদ্ধতি ও শর্তাদি পরিপালন ব্যতিরেকে ডিজিটাল প্লাটফরমে বিক্রয় করা হয় কি-না, উহার তদারকি এবং তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) অনলাইনে প্রদর্শিত কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের জন্য অসত্য ও প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন বা বিক্রয় প্রস্তাব দ্বারা ক্রেতা বা গ্রাহকদের প্রতারিত করা হয় কি-না উহার তদারকি এবং তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমুহের অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ, তদারকি এবং প্রয়োজনে সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক আইন পরিপন্থী কার্যক্রমের প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রয় ও বিক্রয় আদেশ/ইনভয়েস, পণ্য বা সেবা ডেলিভারি এবং অর্থ লেনদনসহ সকল তথ্য উপাত্ত, অভিযোগ তদন্তের বা আইনের বিধান পরিপালন যাচাইয়ের লক্ষ্যে, ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা মার্কেটপ্লেস পরিচালনাকারির নিকট হইতে সংগ্রহ ও পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট বা চুক্তিবদ্ধ পেমেন্ট গেটওয়ে প্রতিষ্ঠান/মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার/অপারেটরদের নিকট হইতে ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন ২০২১ এর বিধান অনুযায়ী ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লেনদেন সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট বা চুক্তিবদ্ধ কুরিয়ার সার্ভিস প্রোভাইডারের নিকট হইতে পণ্য ডেলভারি সংক্রান্ত সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ইহার ওয়্যারহাউজ সংরক্ষিত পণ্যের তথ্য সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে পরিদর্শনপূর্বক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঠ) ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত ব্যাংক হিসাবের লেনদেনসহ প্রাসঙ্গিক তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা ব্যাংকসমুহের নিকট হইতে সংগ্রহ এবং পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ড) ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট বা চুক্তিবদ্ধ অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঢ) ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য, আর্থিক হিসাবের দলিলাদি সংগ্রহ এবং পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ণ) ডিজিটাল বাণিজ্য অপারেটর বা প্রতিষ্ঠান বা অনলাইন বিক্রেতা কর্তৃক গ্রাহক বা ক্রেতার ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং গ্রাহকের সম্মতি ব্যতিত তৃতীয় কোন পক্ষের নিকট ব্যক্তিগত তথ্য হস্তান্তর করিতেছে কিনা তাহা যাচাই করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ত) ডিজিটাল বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি সংস্থা এবং আইন প্রয়োগকারি সংস্থা/এজেন্সীর সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন এবং তথ্য আদান প্রদান;

(থ) ডিজিটাল বাণিজ্যের প্রসার ও শৃঙ্খলা বিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বলবৎ অন্যান্য আইনের আওতায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি সংস্থা বরাবরে উক্ত কার্যক্রম প্রতিরোধকল্পে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তথ্য প্রমান প্রেরণ;

(দ) ডিজিটাল বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট দেশীয় উদ্যোক্তাগণের জন্য বৈদেশিক বাজার অন্বেষণ এবং দেশীয় পণ্য ও সেবার রপ্তানি উৎসাহিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ধ) ডিজিটাল বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গবেষনা পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ন) ডিজিটাল বাণিজ্যের প্রসার, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং প্রতারনা প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ সরকারি ও বেসরকারি বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের একক পরামর্শক বা পরামর্শক প্যানেল গঠন করিয়া বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ;

(প) ডিজিটাল বাণিজ্য সেক্টরের সার্বিক দক্ষতা ও মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ফ) সরকারী তহবিল এবং সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিদেশী সরকার/সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট হইতে অনুদান, প্রকল্প সহায়তা, ঋণ সহায়তা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ;

(ব) ডিজিটাল বাণিজ্যে প্রতারণা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ভ) জনস্বার্থে ডিজিটাল বাণিজ্য খাতে শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান;

(ম) ডিজিটাল বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাথে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্টার্ট-আপ তহবিল গঠন;

(য) World Trade Organization (WTO)-সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে ডিজিটাল বাণিজ্য বিষয়ক কার্যাবলী সমন্বয় ও পারস্পারিক সহযোগীতার মাধ্যমে ডিজিটাল বাণিজ্য প্রসারে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯। **উপদেষ্টা পরিষদ** - (১) কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন এবং জবাবদিহীতা নিশ্চিতকল্পে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করিয়া সরকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/অধিদপ্তর/দপ্তর এবং বিশিষ্ট নাগরিকের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হইবে। পরিষদের গঠন ও সদস্য সংখ্যা সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে;

(২) কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন;

(৩) পরিষদ প্রতি ০৩ (তিন) মাসে একবার করিয়া সভা করিবে এবং কর্তৃপক্ষের সকল কার্যক্রম পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবে;

(৪) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের উপস্থিতিতে পরিষদের সভার কোরাম পূর্ণ হইবে এবং উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে;

(৫) পরিষদ কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বার্ষিক বাজেট, উন্নয়ন প্রকল্প, আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ অনুযায়ী ক্রয় প্রস্তাব, বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদন এবং কর্তৃপক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা, নীতিমালা, নির্দেশিকা প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান করিবে। তবে, কর্তৃপক্ষের নিয়মিত কার্যক্রম পরিষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না;

(৬) পরিষদ সার্বিক দিক বিবেচনা করিয়া যেকোন নীতিগত বিষয়ে কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী অথবা স্বউদ্যোগে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
তহবিল ব্যবস্থাপনা

১০। তহবিল গঠন - (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি তহবিল গঠন করিতে পারিবে। এই তহবিলের অর্থ কর্তৃপক্ষ বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে খরচ করিতে পারিবে;

(২) তহবিলের অর্থ কর্তৃপক্ষের নামে যে কোন তফসিলী ব্যাংকে এক বা একাধিক হিসাবে রাখিতে হইবে। তবে, কর্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধি করিবার সুবিধার্থে অতিরিক্ত অর্থ মেয়াদী আমনত হিসাবে অথবা সরকার অনুমোদিত অন্য কোন আয়বর্ধনমূলক খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে;

(৩) কর্তৃপক্ষের তহবিল হইতে ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করিতে হইবে।

১১। তহবিলের উৎস - নিম্নের যে কোন উৎস হইতে কর্তৃপক্ষ তাহার তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে:

(ক) সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(খ) ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে যেকোন বিদেশী সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান, প্রকল্প সহায়তা, ঋণ সহায়তা ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) তহবিলের অর্থ কোন ব্যাংক অথবা অন্য কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ;

(ঙ) কর্তৃপক্ষের যে কোন সম্পদ অন্য কোন কর্তৃপক্ষ অথবা ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া দেওয়া হইলে তাহা হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(চ) কর্তৃপক্ষের যে কোন সম্পদ বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

১২। বাজেট- কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বছরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৩। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা – (১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ এবং বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে;

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বছর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন;

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লেখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, নিবন্ধন স্থগিত ও বাতিলকরণ

১৪। ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, নিবন্ধন স্থগিত ও বাতিলকরণ - (১) পণ্য ও সেবা বিক্রয়কারী ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভিত্তিক সকল ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা শুরুর প্রাক্কালে ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে নির্ধারিত শর্তে ও পদ্ধতিতে নিবন্ধিত হইতে হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, যেসকল অনলাইন বিক্রেতা নিজস্ব ওয়েবসাইট, মোবাইল এ্যাপ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পেইজ ব্যতিত শুধুমাত্র কোন এক বা একাধিক মার্কেটপ্লেসে সংযুক্ত থাকিয়া পণ্য ও সেবা বিক্রয় করিবে, তাহাদের জন্য উক্ত নিবন্ধন গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবেনা;

(২) কোন ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিজিটাল বাণিজ্য কার্যক্রম বন্ধ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিলে নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন দায়-দেনা না থাকিলে এবং অন্য কোন আইনের বিধান প্রতিপালন পরিপন্থী না হইলে ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল বাণিজ্য কার্যক্রম বন্ধ করার অনুমতি প্রদান করিতে পরিবে;

(৩) ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিবন্ধনের লক্ষ্যে ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে অন্য কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার তথ্য ভান্ডার ব্যবহার করিবার লক্ষ্যে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সহিত সমঝোতা করিতে পারিবে;

(৪) ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ এই আইনের পরিপন্থী কোন কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল বাণিজ্য নিবন্ধন নম্বর নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত স্থগিত বা বন্ধ রাখিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
অভিযোগ দাখিল ও প্রতিকার

১৫। অভিযোগ দাখিল পদ্ধতি ও প্রতিকার - (১) ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম পরিচালনা করিবে যাহার মাধ্যমে কোন ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস বা অনলাইন বিক্রেতা অথবা কোন ক্রেতা বা গ্রাহক নির্ধারিত শর্তে ও পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবে;

(২) সকল ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস বা অনলাইন বিক্রেতাকে তাহাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে/ প্লাটফরমে গ্রাহক কর্তৃক অভিযোগ দাখিল করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করিয়া ডিজিটাল বাণিজ্য পরিচালনাকারীকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ইনবক্সে, মোবাইল ও ই-মেইলে গ্রাহকের অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(৩) ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান প্রাপ্ত অভিযোগ ও তাহার নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরবরাহ করিবে;

(৪) কোন গ্রাহক কর্তৃক ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস বা অনলাইন বিক্রেতার ওয়েবসাইটে অথবা মোবাইল এ্যাপে অথবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করিলে, উক্ত অভিযোগ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(৫) উপধারা (৪) অনুযায়ী দায়েরকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তি না করিলে অথবা গৃহীত ব্যবস্থায় অভিযোগকারী সন্তুষ্ট না হইলে ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে। ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
আইনের পরিপন্থী কার্যক্রম ও ব্যবস্থা এবং আপীল

১৬। নিবন্ধন ব্যতীত ডিজিটাল বাণিজ্য পরিচালনা - (১) নিবন্ধন ব্যতীত পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় কবিরার উদ্দেশ্যে কোন ওয়েবসাইট, সামাজিক মাধ্যমে পেইজ এবং মার্কেটপ্লেস পরিচালনা করিলে ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে:

(ক) সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পেইজ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মাধ্যমে বন্ধ করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রথমবাবের জন্য সর্বোচ্চ ১০ (দশ) হাজার এবং পরবর্তীতে প্রতিবারে একইরুপ কার্যক্রমের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা করিয়া জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে;

(খ) পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় কবিরার উদ্দেশ্যে চালুকৃত ওয়েবসাইট, সামাজিক মাধ্যমের পেইজ বা মার্কেটপ্লেসে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিবন্ধন নম্বর প্রদর্শন না করিলে প্রথমবারের জন্য সর্বোচ্চ ১০ (দশ) হাজার এবং দ্বিতীয়বার একইরুপ কার্যক্রমের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে। তবে, তৃতীয়বার একইরূপ অপরাধের জন্য জরিমানা করার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট, সামাজিক মাধ্যমের পেইজ বা মার্কেটপ্লেস বন্ধ করিতে পারিবে।

১৭। চুক্তি/শর্ত ভঙ্গ করার শাস্তি – কোন ডিজিটাল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চুক্তি/শর্ত অনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক পণ্য বা সেবা সরবরাহ না করিবার অভিযোগ পাওয়া গেলে এবং উক্ত অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হইলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রথমবারের জন্য চুক্তি/শর্ত অনুযায়ী অর্ডারকৃত পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা অথবা পরিশোধিত অর্থ ফেরত নির্দেশ

করিবার পাশাপাশি পণ্য বা সেবা মূল্যের সর্বোচ্চ ২ (দুই) গুণের সমপরিমাণ অর্থ এবং পরবর্তীতে প্রতিবারে একইরুপ কার্যক্রমের জন্য সর্বোচ্চ ৩ (তিন) গুণের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

১৮। গ্রাহককে চুক্তি/শর্ত অনুযায়ী পণ্য বা সেবা সরবরাহ না করিবার পনুঃপুনঃ অভিযোগের শাস্তি – (১) কোন ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পেমেন্ট গেটওয়ে বা ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ স্বত্ত্বেও গ্রাহককে চুক্তি/শর্ত অনুযায়ী পণ্য বা সেবা সরবরাহ না করিবার জন্য পুনঃপুনঃ অভিযোগসমূহের সত্যতা পাওয়া গেলে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাহাদের গ্রাহকদের প্রতারিত করিবার অসৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে মর্মে ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত পেমেন্ট গেটওয়ে বা ব্যাংক হিসাবের লেনদেন সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর্যন্ত স্থগিত (freeze) করিতে পারিবে। তবে, গ্রাহক কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(২) পেমেন্ট গেটওয়ে বা ব্যাংক হিসাবের লেনদেন ১২ (বার) মাসের বেশী সময়ের জন্য স্থগিদ রাখার প্রয়োজন হইলে কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

১৯। নিষিদ্ধ কোন পণ্য ও সেবা অনলাইনে প্রদর্শন, ক্রয়, সংরক্ষণ ও বিক্রয় করার শাস্তি - বাংলাদেশে প্রচলিত যে কোন আইন বা বিধির অধীন আরোপিত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কোন নিষিদ্ধ পণ্য ও সেবা অনলাইনে প্রদর্শন, ক্রয়, সংরক্ষণ ও বিক্রয় করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ অথবা উভয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২০। অসত্য ও প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন বা বিক্রয় প্রস্তাব দ্বারা ক্রেতা বা গ্রাহকদের প্রতারিত করার শাস্তি - (১) অনলাইনে প্রদর্শিত কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের জন্য অসত্য ও অতিরঞ্জিত বিজ্ঞাপন বা বিক্রয় প্রস্তাব দ্বারা ক্রেতা বা গ্রাহকদের প্রতারিত করিলে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন বা বিক্রয় প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্ধ অথবা প্রথমবারের জন্য সর্বোচ্চ ১০ (দশ) হাজার এবং পরবর্তীতে প্রতিবারে একইরূপ কার্যক্রমের জন্য ২৫ (পচিঁশ) হাজার টাকা করিয়া জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে; পাশাপাশি গ্রাহক কর্তৃক অর্ডারকৃত সঠিক পণ্য বা সেবা সরবরাহ অথবা পরিশোধিত মূল্য ফেরত দিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২১। সরেজমিন পরিদর্শনে অসহযোগিতা বা বাঁধা প্রদানের শাস্তি - ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমুহের অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, তদারকি এবং সরেজমিন পরিদর্শনে অসহযোগিতা বা বাঁধা প্রদান করিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ অথবা উভয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২২। ধারা ৮-এর উপধারা (২)(ঝ), (২)(ঠ) ও (২)(ণ) এর তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতির শাস্তি - এই আইনের ধারা ৮ এর উপধারা (২)(ঝ), (২)(ঠ) ও (২)(ণ) অনুযায়ী ডিজিটাল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান চাহিত তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ না করিলে বা তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানাইলে ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে তথ্যসমুহ সংগ্রহের লক্ষ্যে

দলিলাদি, কম্পিউটার ও সার্ভার জব্দ এবং ওয়্যারহাউজ বন্ধ করিতে পারিবে অথবা সর্বোচ্চ ৫ (পাচ) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে অথবা উভয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৩। ধারা ৮ এর উপধারা (২)(ঞ) ও ২(ট) এর তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতির শাস্তি - এই আইনের ধারা ৮ এর উপধারা (২)(ঞ) অনুযায়ী পেমেন্ট গেটওয়ে_মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার/অপারেটর এবং কুরিয়ার সার্ভিস চাহিত তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ না করিলে বা তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানাইলে ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে তথ্যসমুহ সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দলিলাদি, কম্পিউটার ও সার্ভার জব্দ করিতে পারিবে অথবা সরাসরি সর্বোচ্চ ৩ (তিন) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে অথবা উভয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৪। ধারা ৮ এর উপধারা (২)(ঠ) এর তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতির শাস্তি - এই আইনের ধারা ৮ এর উপধারা (২)(ঠ) অনুযায়ী মার্কেন্টপ্লেস পরিচালনাকারী ও মার্চেন্ট প্রতিষ্ঠানসমুহ চাহিত তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ না করিলে বা তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানাইলে ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে তথ্যসমুহ সংগ্রহের লক্ষ্যে দলিলাদি, কম্পিউটার ও সার্ভার জব্দ করিতে পারিবে অথবা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে অথবা উভয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৫। অনলাইন বিক্রেতার ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা মার্কেটপ্লেস এ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা না রাখার শাস্তি - কোন অনলাইন বিক্রেতার ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা মার্কেটপ্লেসে গ্রাহক বা ক্রেতা কর্তৃক অভিযোগ দায়ের করিবার কোন ব্যবস্থা না থাকিলে কর্তৃপক্ষ প্রথমবারের জন্য সর্বোচ্চ ১০ (দশ) হাজার এবং দ্বিতীয়বার একইরুপ কার্যক্রমের জন্য ২০ (বিশ) হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

২৬। আইনসঙ্গত অন্য কোন আদেশ যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছাড়াই প্রতিপালন না করিবার শাস্তি - এই আইনের ধারা ১৪(৪), ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ এবং, ২৫ এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষের আইনসঙ্গত অন্য কোন আদেশ যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছাড়াই প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

২৭। ডিজিটাল বাণিজ্য কার্যক্রম বন্ধ বা স্থগিত বা জরিনামা আরোপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থন করা সুযোগ প্রদান – এই আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ডিজিটাল বাণিজ্য কার্যক্রম স্থগিত, বন্ধ বা যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ করার ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। তবে, কোন ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচলিত বলবৎ কোন আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিলে অথবা নিষিদ্ধ কোন পণ্য বা সেবা প্রদর্শন ও বিক্রয় করিলে বা বিক্রেয়র ঘোষণা প্রদান করিলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কার্যক্রম এবং নিষিদ্ধ পণ্য বা সেবা প্রদর্শন ও বিক্রয় বা বিক্রয়ের ঘোষণা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৮। ডিজিটাল কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত শাস্তির বিরুদ্ধে আপীল এবং নিষ্পত্তি - (১) এই আইনের ১৪(৫), ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫ এবং ২৬ ধারাসমূহের আওতায় ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন শাস্তির বিরুদ্ধে নির্ধারিত শর্তে ও পদ্ধতিতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে;

(২) সরকার আপীলকারির আবেদন ও তথ্য প্রমাণ এবং প্রয়োজনে আপীলকারি ও ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষের শুনানী গ্রহণ করিয়া শাস্তি বহাল, হ্রাস অথবা বাতিল করিতে পারিবে;

(৩) সরকারের আপীল আদেশে সন্তুষ্ট না হইলে, আপীলকারি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে প্রতিকারের জন্য মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়
মামলা দায়ের

২৯। জরিমানার অর্থ অনাদায়ে মামলা - এই আইনের ক্ষমতাবলে কোন জরিমানা আরোপ করা হইলে এবং কোন ব্যক্তি উক্ত আরোপিত জরিমানা নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে পরিশোধ না করিলে কর্তৃপক্ষ Public Demands Recovery Act, 1913 এর বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

৩০। বলবৎ কোন আইনের আওতায় অপরাধমূলক কার্যক্রমের তথ্য প্রমাণ সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার নিকট তদন্ত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মামলা দায়ের জন্য প্রেরণ - ডিজিটাল বাণিজ্যের প্রসার ও শৃঙ্খলা বিরোধী অপরাধমূলক কোন কার্যক্রমের প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ, অন্য কোন বলবৎ আইনের আওতায় তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণীয় মর্মে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত তথ্য প্রমান সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা বরাবরে তদন্ত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মামলা করিবার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবে।

৩১। ফৌজদারী অপরাধ – এই আইনে যাহা কিছুই বর্ণিত থাকুক না কেন, ডিজিটাল বাণিজ্য পরিচালনায় সম্পৃক্ত যে কোন ব্যক্তি প্রচলিত অন্য আইনের আওতায় যে কোন ফৌজদারী অপরাধ করিলে, সেই অপরাধ উক্ত আইনের আওতায় বিচার্য হইবে।

অষ্টম অধ্যায়
তত্বাবধায়ক নিয়োগ

৩২। তত্বাবধায়ক নিয়োগ- (১) এই আইনের পরিপন্থী কার্যক্রমের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন ডিজিটাল বাণ্যিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হইলে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়-দেনা থাকিলে, কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে তত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতে পারিবে;

(২) কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মচারিদের মধ্য হইতে অথবা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থায় কর্মরত কর্মচারিদের মধ্য হইতে একজনকে তত্বাবধায়কের অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকিবে যে, কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দকে তত্বাবধায়ক হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না;

(৩) তত্বাবধায়কের মেয়াদ হইবে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর। তবে, বিশেষ প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ তত্বাবধায়কের মেয়াদ প্রয়োজন অনুযায়ী বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৩৩। তত্বাবধায়কের দায়িত্ব ও ক্ষমতা- (১) তত্বাবধায়ক সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দায়-দেনা নিরুপণ এবং অস্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বিবরণ প্রস্তুত করিবেন;

(২) তিনি প্রতিষ্ঠানের তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ থাকা সাপেক্ষে বিদ্যমান কর্মীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করিতে পারিবেন;

(৩) তিনি সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন কোন সম্পদ ক্রয় ও আহরণ, নতুন কর্মী নিয়োগ এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেননা;

(৪) তিনি সরকারের বা আদালতের আদেশক্রমে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ থাকা সাপেক্ষে সকল দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(৫) তিনি সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দায়-দেনা এবং অস্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বিবরণ, বিদ্যমান কর্মীদের বকেয়া বেতন ভাতার পরিমান উল্লেখপূর্বক কর্তৃপক্ষের নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

নবম অধ্যায়
তথ্য সুরক্ষা

৩৪। তথ্য সুরক্ষা- এই আইনের ক্ষমতাবলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট সরবরাহ বা প্রকাশ করা যাইবে না। তবে, নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না:

(ক) এই আইনের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে;

(খ) এই আইনের ধারা ৩০ আওতায় গ্রহীত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে;

(খ) আদালতের নির্দেশনা পরিপালন ক্ষেত্রে; এবং

(গ) বলবৎ কোন আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী কর্তৃক তদন্ত ও আইননানুগ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে।

দশম অধ্যায়
ব্যক্তিগত দায়মুক্তি

৩৫। ব্যক্তিগত দায়মুক্তি - ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ অথবা এই আইন বাস্তবায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের যে কোন পর্যায়ের কর্মচারী কর্তৃক ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ আইন ২০২৩ অথবা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যক্রমের ফলে কোন ডিজিটাল মার্কেট প্লাটফরম বা ডিজিটাল

মার্কেটপ্লেস বা অনলাইন বিক্রেতা বা ক্রেতার কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হইলে অথবা ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে উক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না।

একাদশ অধ্যায়
ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ আইনের আওতায় বিধিমালা, প্রবিধি ও নির্দেশিকা জারি করার ক্ষমতা

৩৬। বিধিমালা ও নির্দেশিকা জারি করার ক্ষমতা - (১) এই আইনের যে কোন ধারা বা উপধারা বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজন মনে করিলে সরকার এক বা একাধিক বিধিমালা, প্রবিধি ও নির্দেশিকা জারি করিতে পারিবে;

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে সরকার কর্তৃক ডিজিটাল বাণিজ্য সংক্রান্ত জারিকৃত নীতিমালা বা নির্দেশিকা এই আইনের আওতায় প্রণীত ও কার্যকর মর্মে বিবেচিত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা হইবার অনুর্দ্ধ এক বছরের মধ্যে এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রযোজ্য বিধিমালা, প্রবিধি ও নির্দেশিকা জারী করিতে হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়
বিবিধ

৩৭। প্রতিবেদন - (১) কর্তৃপক্ষ, প্রতি বছর সমাপ্তির পর উহার পরিচালনা ও ব্যবহারসহ তদকর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে;

(২) কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন প্রতি অর্থ বছর শেষ হইবার পরবর্তী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করিবে।

৩৮। ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ - এই আইন প্রর্বতনের পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মুল বাংলা পাঠের একটি নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ প্রণয়ন করিতে পারিবে। তবে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোন বিরোধ বা অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।